



৬৯-সূরা আল হাক্কা

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৫৬ আয়াত এবং ২ রুকু আছে

১। আল্লাহর নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময়।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①

২। এক অবশ্যত্বাবী সত্য-সংবাদ।

الْحَاقَّةُ ②

৩। সেই অবশ্যত্বাবী সত্য-সংবাদ কি ?

مَا أَعَاةَ ③

৪। এবং তোমাকে কিসে জানাইবে যে, সেই অবশ্যত্বাবী সত্য-সংবাদ কি ?

وَمَا أَذْرَكَ مَا الْحَاقَّةُ ④

৫। 'সামুদ' এবং 'আদ' জাতি প্রচণ্ড আঘাতকারী সংবাদকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল।

كَذَّبَتْ سَمُودٌ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ ⑤

৬। অতএব 'সামুদ' জাতির রুডাল হইল এই যে, তাহাদিগকে এক প্রলয়ংকর আঘাত দ্বারা ধ্বংস করা হইয়াছিল।

فَأَمَّا سَمُودُ فَأَهْلِكُوا بِالنَّافِثَةِ ⑥

৭। এবং 'আদ' জাতির রুডাল হইল এই যে, তাহাদিগকে এক ডুবাবহ হিম-বজ্রা বায়ু দ্বারা ধ্বংস করা হইয়াছিল।

وَأَمَّا عَادُ فَأَهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ⑦

৮। তিনি তাহাদিগকে সমূলে উৎপাটিত করিবার উদ্দেশ্যে ঐ বজ্রা-বায়ুকে তাহাদের উপর অবিরাম সাত রাত এবং আট দিনের জন্য নিয়োজিত করিয়াছিলেন, অতএব তুমি সেই জাতিকে তথায় ভূপতিত অবস্থায় দেখিতে পাইবে যেন তাহারা ভুল্লিষ্ট খজুর রন্ধের কাণ্ড।

سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ⑧
خُسُوفًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَوْغَى كَأَنَّهُمْ أَجْنَارُ ⑨
نَجِلْ تُخَاوِيَةٍ ⑩

৯। অতএব তুমি কি তাহাদের কোন ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাইতেছ ?

فَقُلْ تَرَى لَهُمُ مِنْ بَاقِيَةٍ ⑪

১০। এবং ফেরাউন ও তাহার পূর্ববর্তীগণ এবং উৎপাটিত জনপদসমূহও মহা অপরাধ করিয়াছিল।

وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالنَّارِ طَائِفَةٌ ⑫

১১। বস্তৃতঃ তাহারা তাহাদের প্রতিপালকের রসুলকে অমান্য করিয়াছিল, ফলে তিনি তাহাদিগকে ধ্বংস করিলেন যাহা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাইতেছিল।

فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً ⑬

১২। এবং যখন (নূহের যুগে) পানি স্ফীত হইয়া উঠিয়াছিল, তখন নিশ্চয় আমরা তোমাদিগকে এক নৌকায় আরোহণ করাইয়াছিলাম,

إِنَّا لَنَاصِلُكَمُ الْبَاءَ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ ۝

১৩। যেন আমরা উহাকে তোমাদের জন্য এক শিক্ষামূলক নিদর্শন করিয়া দিই এবং যেন শ্রবণকারী কর্ণ উহাকে শ্রবণ করে।

لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِبَهَا أَذُنٌ وَآيَةٌ ۝

১৪। এবং যখন শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হইবে— কেবল একটি ফুৎকার।

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ ۝

১৫। এবং পৃথিবী ও পাহাড়সমূহকে উৎক্ষিপ্ত করা হইবে এবং উভয়কে একই ধাক্কায় চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হইবে।

وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً ۝

১৬। অতএব সেদিন এই মহা ঘটনা সংঘটিত হইবে।

فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ۝

১৭। এবং আকাশ বিদীর্ণ হইয়া যাইবে এবং উহা সেদিন একেজো হইয়া পড়িবে।

وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاحِدَةٌ ۝

১৮। এবং ফিরিশ্তাগণ উহার প্রান্তদেশে অবস্থান করিবে এবং সেদিন আটজন (ফিরিশ্তা) নিজেদের উপর তোমার প্রতিপালকের আরশকে বহন করিবে।

وَالْمَلَائِكَةُ عَلَى أَنْجَابِهِمْ أُحْبِلُ عَرْشَ رَبِّكَ قَوْفَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَنِيَةٌ ۝

১৯। সেদিন তোমাদিগকে (আল্লাহর সম্মুখে) পেশ করা হইবে এবং (কোন) গুপ্ত বিষয় তোমাদের নিকট গোপন থাকিবে না।

يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ ۝

২০। অতএব যাহাকে তাহার আমলনামা তাহার ডান হস্তে দেওয়া হইবে, সে (তাহার সংগীগণকে) ডাকিয়া বলিবে, 'আস, আমার আমলনামা পাঠ করিয়া দেখ।'

فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ يَمِينًا فَيَقُولُ هَؤُلَاءِ مَقْرُونُوا كِتَابِي ۝

২১। আমার বিশ্বাস ছিল যে, নিশ্চয় আমি আমার হিসাব প্রত্যক্ষ করিব।

إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلْكٌ حَسَابِي ۝

২২। সুতরাং সে আনন্দময়, সন্তোষজনক জীবন যাপন করিবে।

فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ۝

২৩। সুমহান ও সমন্নত জামাতে।

فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۝

২৪। উহার ফলরাশি ঝুঁকিয়া নিকটবর্তী থাকিবে (অর্থাৎ তাহাদের জন্য সহজলভ্য হইবে)।

فَلَوْفُهَا دَآئِبَةٌ ۝

২৫। (তাহাদিগকে বলা হইবে) 'অতীত দিনগুলিতে তোমরা যে সৎকর্ম করিয়াছ উহার বিনিময়ে তোমরা পরম তৃপ্তির সহিত ভোজন কর ও পান কর।'

كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ
الْخَالِيَةِ ۝

২৬। কিন্তু যাহাকে তাহার আমলনামা বাম হস্তে দেওয়া হইবে সে বলিবে, 'হায় যদি আমাকে আমার আমলনামা না-ই দেওয়া হইত।'

وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ ۖ فَيَقُولُ يَلَيْتَنِي
لَمْ أُوتَ كِتَابِي ۝

২৭। এবং যদি আমি জানিত না-ই পাইতাম যে, আমার হিসাব কি।

وَلَمْ أَذِرْ مَا حِسَابِي ۝

২৮। হায়! যদি উহা (আমার মৃত্যু) আমাকে একেবারে শেষ করিয়া দিত।

يَلَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ ۝

২৯। আমার ধন-সম্পদ (আজ) আমার কোন কাজে আসিল না,

مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِي ۝

৩০। আমার অধিপত্য আমা হইতে নিঃশেষ হইয়া গেল।'

هَكَذَا عَنِّي سُلْطَانِي ۝

৩১। (তখন ফিরিশ্বাদিগকে বলা হইবেঃ) 'তোমরা তাহাকে ধৃত কর এবং তাহার গলায় বেড়ি পরাও।

خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ۝

৩২। অতঃপর তাহাকে আহাম্মামে প্রবিষ্ট কর,

ثُمَّ الْعَجِيمَ صَلُّوهُ ۝

৩৩। অতঃপর তাহাকে শিকলে বাঁধিয়া ফেল যাহার দৈর্ঘ্য সত্তর হাত।'

ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ ۝

৩৪। নিশ্চয় সে মহামহিম আল্লাহর উপর ঈমান রাখিত না,

إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ ۝

৩৫। সে মিসকীনগণকে খাবার খাওয়াইতে উৎসাহ দিত না।'

وَلَا يَخْصُصُ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ ۝

৩৬। স্তবরাং আজ এখানে তাহার কোন বন্ধু নাই;

فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هُنَا حَمِيمٌ ۝

৩৭। এবং যশ্বম-খোয়া পানি বাতীত তাহার আর কোন খাদ্য নাই,

وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ ۝

৩৮। এই খাদ্য কেবল অপরাধীরাই খাইবে।'

سِوَا لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ ۝

৩৯। আমি অবশ্যই উহার কসম খাইতেছি যাহা তোমরা দেখিতেছ,

فَلَا أَفْسِرُ بِمَا تُبْصِرُونَ ۝

৪০। এবং উহারও যাহা তোমরা দেখিতেছ না।

وَمَا لَا تُبْصِرُونَ ۝

৪১। নিশ্চয় ইহা (কুরআন) এক সম্মানিত রসূনের (দ্বারা
আনিত) কলাম ,

إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ۝

৪২। এবং ইহা কোন কবির কাব্য নহে, কিন্তু (পরিতাপ যে)
তোমরা অজ্ঞে ঈমান আন !

وَمَا هُوَ بِقَوْلٍ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَّا تُوْمَرُونَ ۝

৪৩। এবং ইহা কোন গগকেরও কথা নহে, কিন্তু তোমরা
অজ্ঞে উপদেশ গ্রহণ কর ।

وَلَا بِقَوْلٍ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ۝

৪৪। ইহা জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকট হইতে নাযেল
করা হইয়াছে ।

تَنْزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ۝

৪৫। এবং সে যদি কোন কথা মিথ্যা রচনা করিয়া আমাদের
প্রতি আরোপ করিত,

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ ۝

৪৬। তাহা হইলে নিশ্চয় আমরা তাহাকে ডান হাতে ধৃত
করিতাম,

لَاخْذًا مِّنْهُ بِأَيْمِينٍ ۝

৪৭। অতঃপর আমরা তাহার জীবন-শিরা কাটিয়া
দিতাম,

ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَوِينَ ۝

৪৮। তখন তোমাদের মধ্যে হইতে কেহই তাহার (আযাব)
হইতে তাহাকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারিত না ।

فَمَا مِنْكُمْ مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ ۝

৪৯। এবং নিশ্চয় ইহা (কুরআন) মুণ্ডাকীগণের জন্য অবশ্যই
সম্মানসূচক উপদেশ-বাপী,

وَإِنَّهُ لَتَذَكُّرٌ لِّلْمُتَّقِينَ ۝

৫০। আমরা অবশ্যই জানি যে, তোমাদের মধ্যে অনেক
(আমাদের নিদর্শনাবলীকে) প্রত্যাখ্যানকারী আছে ।

وَأَنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُّكَذِّبِينَ ۝

৫১। এবং নিশ্চয় কাকেরদের জন্য ইহা আক্ষেপের
কারণ ।

وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ ۝

৫২। এবং নিশ্চয় ইহা বাস্তব-ভিত্তিক বিশ্বাস ।

وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ ۝

৫৩। সুতরাং তুমি তোমার মহামহিমামানিত প্রতিপালকের
নামের তসবীহ কর ।

يُحْمَدُ بِاسْمِكَ الْعَظِيمِ ۝